

খখ ১৮৮২৮৬৬

বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিনামা

এই চুক্তি সম্পাদিত হলো ১০/০৯/২০২৬ই তারিখে, পক্ষসমূহের মধ্যে:

বিক্রেতার নামঃ .....,পিতাঃ....., মাতাঃ....., ঠিকানাঃ..... বাসাঃ .....রাস্তাঃ.....,ডাকঘরঃ .....,জাতীয় পরিচয় পত্র নংঃ ১৯xxxxxxxxxxx

.....প্রথম পক্ষ (বিক্রেতা).....

কোম্পানির পূর্ণ নামঃ TYLO, ট্রেড লাইসেন্স নংঃ TRAD/DNCC/078134/2022, ঠিকানাঃ২৩/বি শাহ আলী বাগ মিরপুর-১ ঢাকা-১২১৬ (TYLO এর পক্ষে সব বুঝে নিবেন - নামঃ মোঃ রাসেল শেখ (Founder And CEO of Tylo) জাতীয় পরিচয় পত্র নংঃ৩৭xxxxxxxxxx ,ঠিকানাঃ২৪৭/১ ক আহমেদ নগর পাইকপাড়া মিরপুর-১)

..... দ্বিতীয় পক্ষ(ক্রেতা).....

নমিনীঃ১. . নামঃ.....,জাতীয় পরিচয় পত্র নংঃXXXXXXXXXX

জামিনদার ১. নামঃ ..... পিতাঃ ..... ,মাতাঃ ..... ,জাতীয় পরিচয় পত্র নংঃXXXXXXXXXX, ঠিকানাঃ .....।

চুক্তির ও পরিশোধের ধরনঃ

১.বিনিয়োগের পরিমান দুই লক্ষ (২০০০০০) টাকা। মুনাফার হার বাৎসরিক ১৯% -২৫% বছর শেষ এ লাভ ক্ষতি হিসাব করে মুনাফারার হার নির্ধারণ হবে।

২. এক বছর (০১) এর জন্য চুক্তি করা হইলো।

৩. মাসিক চার হাজার (৪০০০) টাকা লাম্পসাম হিসাবে পরিশোধ করা হইবে। যাহা বছর শেষ হিসাব করে লাভ ক্ষতি নির্ধারণ করে হিসাব সমন্বয় করা হবে।

৪. চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পরে ১০ কার্য দিবসের মধ্যে বিনিয়োগের টাকা পরিশোধ করা হইবে।

৫.উক্ত টাকার বিপরীতে ব্রাক ব্যাংকের চেক প্রদান করা হচ্ছে যার চেক নম্বরঃ CCH4231771 . উক্ত চেক মেয়াদ শেষ হবার পরে কার্যকর হবে।

৬. দ্বিতীয় পক্ষ(ক্রেতা) যদি টাকা পরিশোধ করতে না পারে তবে জামিনদার টাকা পরিশোধ করবে।

৭. উক্ত বিনিয়োগক্রত অর্থ উত্তোলন করতে চাই তাহলে ১৫ দিন পূর্ব জানাতে হবে এবং চলতি মাসের মুনাফা ছাড়া প্রদান করা হবে।

ধারা ২: উদ্দেশ্য ও শর্তাবলী "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

২.১ এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতার প্রয়োজনীয় পণ্য/সেবা বিক্রেতা ক্রয় করবে এবং মুনাফা সংযুক্ত মূল্যে ক্রেতার কাছে বিক্রি করবে।

২.২ বিক্রেতা পণ্য ক্রয় করবে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী এবং যথাযথভাবে মালিকানা গ্রহণ করবে, তারপর তা ক্রেতার কাছে মুরাবাহা ভিত্তিতে বিক্রি করবে।

২.৩ ক্রেতা এই চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের মূল্য (মূল দাম নির্ধারিত মুনাফা) বিক্রেতাকে পরিশোধ করতে সম্মত থাকবে।

২.৪ ক্রেতা সম্মত হয় যে-নির্ধারিত সময়ে কিস্তি/এককালীন পরিশোধের মাধ্যমে মূল্য প্রদান করবে। বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করবে না।

২.৫ বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় পক্ষ ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক মুরাবাহা নীতিমালা অনুযায়ী এই লেনদেন পরিচালনা করতে সম্মত।

ধারা ৩: পরিশোধের শর্তাবলী



খখ ১৮৮২৮৬৬

৩.১ ক্রেতা সম্মত হলো যে, এই চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের মোট মূল্য (মূল দাম মুনাফা) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রেতাকে পরিশোধ করবে।

৩.২ পরিশোধ হবে- এককালীন ।

৩.৩ প্রতিটি কিস্তি/পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ চুক্তির সাথে সংযুক্ত সিডিউল/পরিশোধ তালিকা-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

৩.৪ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না হলে, বিক্রেতা শরীয়াহ সম্মত জরিমানা বা অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রাখবে (যদি তা প্রযোজ্য হয়)।

৩.৫ ক্রেতা যেকোনো অগ্রিম/আংশিক পরিশোধ করলে তা বাকি পাওনার সাথে সমন্বয় করা হবে।

ধারা ৪: পণ্য সরবরাহ

৪.১ বিক্রেতা ক্রেতার অর্ডার অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে ক্রেতার কাছে সরবরাহ করবে।

৪.২ পণ্য সরবরাহের তারিখ, স্থান ও পদ্ধতি উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৪.৩ পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার পর মালিকানা ও ঝুঁকি (Risk & Ownership) ক্রেতার উপর বর্তাবে।

৪.৪ বিক্রেতা প্রতিশ্রুতি দেয় যে-সরবরাহকৃত পণ্য ভালো মানের হবে, চুক্তিতে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী হবে।

৪.৫ ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করার পর, যথাযথভাবে তা পরীক্ষা করবে এবং গ্রহণযোগ্য হলে কোনো অভিযোগ ছাড়াই বিক্রেতাকে নিশ্চিত করবে।

ধারা ৫: মালিকানা ও ঝুঁকি

৫.১ বিক্রেতা পণ্য ক্রয় করার পর তার মালিকানা প্রথমে বিক্রেতার উপর বর্তাবে।

৫.২ বিক্রেতা যখন মুরাবাহা ভিত্তিতে পণ্য ক্রেতার কাছে বিক্রি করবে এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করবে, তখন থেকে পণ্যের পূর্ণ মালিকানা ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হবে।

৫.৩ পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের পর থেকে সকল ঝুঁকি (ক্ষতি, নষ্ট হওয়া, হারানো ইত্যাদি) ক্রেতার উপর বর্তাবে।

৫.৪ বিক্রেতা হস্তান্তরের আগে পর্যন্ত পণ্যের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করবে।

৫.৫ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যদি সমন্বয় হয় তাহলে ভবিষ্যতে আরো বিনিয়োগ হতে পারে এই চুক্তির পরিমাণ বাড়তে পারে । যাহা পরবর্তী চুক্তির সাথে যুক্ত হবে এই চুক্তি ।

ধারা ৬: নিশ্চয়তা ও ঘোষণা

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

৬.১ বিক্রেতা নিশ্চয়তা প্রদান করে যে-বিক্রেতা বৈধভাবে পণ্যের মালিক, পণ্য কোনো ধরনের দায়-দেনা, বন্ধক বা আইনি জটিলতা মুক্ত অবস্থায় বিক্রি করা হচ্ছে।

৬.২ বিক্রেতা ঘোষণা করে যে সরবরাহকৃত পণ্য চুক্তিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান এবং বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৬.৩ ক্রেতা ঘোষণা করে যে-সে আইনত এই চুক্তি করতে সক্ষম, চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

৬.৪ কোনো পক্ষ যদি মিথ্যা তথ্য প্রদান করে বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে, তবে অন্য পক্ষ আইনত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রাখবে।

ধারা ৭: চুক্তিভঙ্গ বা দায়ভঙ্গের পরিস্থিতি

৭.১ নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে ক্রেতাকে চুক্তিভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য করা হবে- নির্ধারিত সময়ে কিস্তি/মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া। বিক্রেতার পূর্বানুমতি ছাড়া চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা। মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা । দেউলিয়া হওয়া বা আইনগতভাবে অক্ষম হয়ে পড়া।



খখ ১৮৮২৮৬৬

৭.২ উপরোক্ত কোনো পরিস্থিতি ঘটলে, বিক্রেতা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে-চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা, বকেয়া পাওনা অবিলম্বে দাবি করা, শরীয়াহ সম্মত জরিমানা বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭.৩ দায়ভঙ্গের কারণে যে কোনো ক্ষতি বা লোকসান হলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার ভঙ্গকারী পক্ষ বহন করবে।

ধারা ৮: বিরোধ নিষ্পত্তি

৮.১ এই চুক্তি সংক্রান্ত যেকোনো মতবিরোধ বা বিরোধ প্রথমে উভয় পক্ষের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

৮.২ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব না হলে, উভয় পক্ষ শরীয়াহ-ভিত্তিক সালিশি (Arbitration) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সম্মত থাকবে।

৮.৩ সালিশি বোর্ড/সালিশগণ উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হবে।

৮.৪ প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী আদালতের এখতিয়ারেও বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে, তবে শরীয়াহ-সম্মত সালিশি প্রক্রিয়া সর্বাগ্রে বিবেচিত হবে।

ধারা ৯: বিবিধ শর্তাবলী

৯.১ এই চুক্তি উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতি ছাড়া পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে না।

৯.২ এই চুক্তির যেকোনো ধারা যদি অকার্যকর বা অবৈধ প্রমাণিত হয়, তবে বাকি ধারাগুলো কার্যকর থাকবে।

৯.৩ উভয় পক্ষ এই চুক্তির অধীনে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে পালন করতে সম্মত।

৯.৪ এই চুক্তি উভয় পক্ষ, তাদের উত্তরাধিকারী এবং আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক মান্যযোগ্য ও কার্যকর হবে।

৯.৫ যেকোনো নোটিশ বা যোগাযোগ লিখিতভাবে প্রদান করতে হবে এবং তা বৈধভাবে গৃহীত বলে গণ্য হবে যদি-হাতে হাতে সরবরাহ করা হয়, অথবা ডাক/কুরিয়ার/ইমেইল মারফত প্রেরণ করা হয়।

অতিরিক্ত বিনিয়োগের নীতিমালাঃ

১০.১ কোনো বিনিয়োগকারী পূর্বে বিনিয়োগ করে থাকলে, পরবর্তীতে একই শর্তে নতুন করে বিনিয়োগ করলে তা পূর্বের বিনিয়োগের সাথে যুক্ত হবে।

১০.২ এক্ষেত্রে পূর্বের এবং চলমান বিনিয়োগ একত্রে গণনা করা হবে এবং নতুন মোট বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে Profit Share নির্ধারণ ও চলমান থাকবে।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"



খখ ১৮৮২৮৬৬

১০.৩ শুধুমাত্র নতুন বিনিয়োগের জন্য একটি নতুন Stamp যুক্ত করা হবে এবং সেটি চলমান হিসাবের সাথে সমন্বয় করে উপস্থাপন কর

..... **প্রথম পক্ষ (বিক্রেতা)** ..... **দ্বিতীয় পক্ষ(ক্রেতা)** ..... **জামিনদার স্বাক্ষরঃ**	সাক্ষীগণের স্বাক্ষরঃ